গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৬৮.১৪-৩৬৪

তারিখঃ ০৩ শ্রাবণ ১৪২৬ / ১৮ জুলাই ২০১৯

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/১৪ (আপীল নং-৩৮৩২/১৬) মামলার ১৬.০৩.২০১৫ খ্রি. তারিখের রায়ের আলোকে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাধীন ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের এর শিক্ষক/কর্মচারীর বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে প্রদান।

সূত্র: ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের স্মারক নংডাটেক/০২/১৯ তারিখ: ০৮.০৭.২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬.৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ সংখ্যক স্মারকমূলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের জন্য শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাধীন ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

০২। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩১.০৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ সংখ্যক স্মারকমূলের মাধ্যমে গত ০৬.০৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ সংখ্যক স্মারকটি অকার্যকর করা হয়।

০৩। এর ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/২০১৪ মামলা দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত রিট মামলায় বিগত ১৬.০৩.১৫ তারিখে নিম্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

"The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said institution in the list of MPO for the financial year 2009-2010 provided it fulfills the requirements as stipulated in the "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা" ২০১০, (in short, the Janabal Kathamo, 2010)", within a period of 90 (ninety) days from date of receipt of the copy of the judgment and order.

০৪। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৩৮৩২/১৬ দায়ের করা হলে তা ০৬.০২.১৭ খ্রি. তারিখে খারিজ হয়ে যায়। মহামান্য আপিল বিভাগের ০৬.০২.২০১৭ তারিখের আদেশটি নিম্নরূপ:

"The leave petition are out of time by 305 and 632 days respectively in C.P. No. 1975 of 2015 and C.P Nos. 3832 -3833 of 2016 but the explanations offered seeking condonation of delay are not at all satisfactory. Accordingly, the petitions are dismissed as barred by limitation "

০৫। এর ফলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৩.০৫.১৭ খ্রি. তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৯.০০১.২০১৭-২৪৯ সংখ্যক স্মারকমূলে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে DTE কর্তৃক দুই দফায় (আগস্ট/১৭ ও সেপ্টেম্বর/১৭) বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণকে এমপিওভুক্ত করা হয়।

০৬। পরবর্তীতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক ০৮.০৭.১৯ খ্রি. তারিখে শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুকূলে ০৬ মে/২০১০ হতে আগস্ট/২০১৭ পর্যন্ত (উক্ত সময়ের মধ্যে যার জন্য যে মাস প্রযোজ্য) পর্যন্ত বকেয়া বেতন ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সূত্রমুলে TMED বরাবর আবেদন করা হয়।

০৭। এক্ষণে, আবেদনকারীর আবেদন মতে বকেয়া প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তির পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন:

ক. আদালতের আদেশ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির সময় বকেয়া প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় না নেয়ার কারণ কী?

খ. আদালতের আদেশ থাকা সত্ত্বেও আগস্ট/১৭ এবং সেপ্টেম্বর/১৭ মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তির সময় বকেয়া বিবেচনা না করা সত্ত্বেও উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে বকেয়া বিষয়ে কোন আপত্তি দেয়া হয়েছিল কীনা?

গ. আগস্ট/১৭ এবং সেপ্টেম্বর/১৭ মাসে এমপিওভুক্তির সময় (আদালতের আদেশ ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও) DTE কর্তৃক বিবেচনা না নেয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ায় বকেয়া বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আপত্তি নেই মর্মে অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানের consent রয়েছে মর্মে প্রমাণ করে কীনা?

ঘ. ১ম এমপিও আগস্ট/১৭ এবং সেপ্টেম্বর/১৭ মাসে হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ০২ (দুই) বছর পর বকেয়ার জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক আবেদন করার কারণ কী?

ঙ. দীর্ঘ প্রায় ০২ বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এমপিও পাওয়ার পর এবং কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করেই প্রায় ০২ বছর পর বকেয়া প্রাপ্তির জন্য আবেদন আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কীনা?

চ. দীর্ঘদিন পর্যন্ত আপত্তি ছাড়া (আদালতের আদেশ থাকা সত্ত্বেও) বকেয়া দাবী ব্যতীত এমপিও সুবিধা ভোগের পর প্রায় ০২ বছর পর ০৮.০৭.১৯ খ্রি. তারিখে বকেয়া প্রাপ্তির জন্য অধ্যক্ষর আবেদন সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধক (estoppel) এর আওতায় পড়ে কীনা?

.০৮। এমতাবস্থায়, উপরি-উক্ত তথ্যগুলোর বিষয়ে মতামত আগামী ২৫.০৭.১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-তে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৬৮.১৪-৩৬৪/১(৬)

তারিখঃ ০৩ শ্রাবণ ১৪২৬ / ১৮ জুলাই ২০১৯

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (এ আদেশটি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশা: ও উন্ন:/কারিগরি/মাদ্রাসা/) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। অধ্যক্ষ, ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, ডাক-ধুকুড়িয়া, উপজেলা-নকলা, জেলা-শেরপুর।
৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)